দৈনিক খবর

তারিখ 16 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

৮

15

এক কিশোরের পায়ে পরানো ৭ কেজি ওজনের লোহার বেড়ি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগঃ পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে না পেরে সে মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা করে। তাই এই অমানবিক ও নিষ্ঠুর শাস্তি –খবর

অমানবিক নির্যাতনের শিকার মাদ্রাসার কিশোর ছাত্র

● কামরুল ইসলাম ●

চট্টগ্রাম, ২৫ই জুলাই।– দেশ–বিদেশের আর্থিক সহায়তা নিয়ে পরিচালিত পটিয়া জমিরিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়ার নামে নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে কোমলমতি শিশু–কিশোরদের ওপর। অবাধ্য (?) ছাত্রদের পায়ে শিকল বেড়ি পরিয়ে রাখা হয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। নির্দয়ভাবে পিটিয়ে শরীর করা হয় রক্তাক্ত।

মুসলমানদের একাংশের কাছে ধর্মীয় শিক্ষার বিরাট প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এই মাদ্রাসার আসল নাম আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া জমিরিয়া কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা। তবে স্থানীয়ভাবে এর পরিচিতি জমিরিয়া মাদ্রাসা হিসেবে। পটিয়া পৌর এলাকায় রেল ষ্টেশনের লাগোয়া এর অবস্থান। দেশের বিভিন্ন এলাকার ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করে। ধর্মীয় শিক্ষা, কোরআন হেফজ এবং ধর্মীয় বিষয় নিয়ে উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। সৌদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের অনুদান এবং দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্য, যাকাত, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি নিয়ে এই মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এর ওপর। এই মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সনদপত্র সরকারের কোন পর্যায়ে

শেষ পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে

অমানবিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বীকৃত নয়।

বিরাট বিরাট অট্টালিকায় অবস্থিত মাদ্রাসাটির বাহ্যিক চাকচিক্য রয়েছে প্রচুর। মাদ্রাসা এলাকাটিও সুরক্ষিত দুর্গের মত। প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। বহিরাগতদের এখানে প্রবেশ সচিবালয়ে ঢোকার চেয়ে কঠিন। কিন্তু অভ্যন্তরে হচ্ছেটা কি? ধর্মীয় পড়াশোনা অবশ্যই হয়। আর এই পড়াশোনা শেখাতে গিয়ে শিশু–কিশোরদের ওপর কি 'রকম যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়ন চালানো হয় তা কারও কারও কাছে অকল্পনীয়। যে বয়সের শিশুদের কিন্ডার গার্টেনে মায়ের স্নেহ–মমতা দিয়ে পড়ানো হয়; সে বয়সের শিশুদের পিটিয়ে এখানে লাল করে দেয়া হয়। কোন বয়সের ছেলেদের লেখাপড়ার মাত্রা কতটুকু হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন ধারণা এখানকার 'হুজুর'দের নেই। তাদের দেয়া নির্দিষ্ট 'সবক' পরদিন যথারীতি শোনাতে না পারলে হুজুর নির্মম হাতে বেত্রদন্ড দেন। বেদম পিটুনিতে শিশুরা লুটিয়ে পড়ে, তবুও হুজুরের হাত থামে না। সমানে চলতে থাকে। মায়া–দয়া বলে কোন কিছু সম্ভবতঃ তাদের অন্তরে নেই। এতো গেল সবক দিতে না পারা ছাত্রদের শাস্তি। যেসব ছাত্র এই শাস্তি সহ্য করতে না পেরে মাদ্রাসায় যায় না বা মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যায় তাদের জন্যে রয়েছে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। পায়ে শিকল বেড়ি নিয়ে তাদেরকে মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে বন্দী জীবন–যাপন করতে হয়। এটা যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়।

পলাতক ছাত্রদের বাড়ী মাদ্রাসার কাছাকাছি এলাকায় হলে পুলিশের আসামী ধরার মত করে তাকে ধরে আনা হয়। হুজুরদের পাঠানো ছাত্ররা গিয়ে এই ছাত্রকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে হুজুরের সামনে হাজির করে। তারপর থেকে শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। পরানো হয় লোহার শিকল। ভারী ওজনের। ৬/৭ কেজি বা আরও বেশী ওজনের লোহার লম্বা শিকল। শিকলের একদিক পায়ের গোড়ালীতে তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। আর একদিকের সাথে কাঠের গুড়ি বাঁধা থাকে। খাওয়া–দাওয়া, গোসল, পায়খানা, প্রস্রাব করা, মসজিদে যাওয়া সবকিছু এ অবস্থার মধ্যে তাকে সারতে হয়। এভাবে সপ্তাহ, মাস এমন কি বছর কেটে যায়। তারপরও পায়ের শিকল বেড়ি খোলা হয় না। শিকল বাঁধা স্থানে পায়ে দগদগে ক্ষত সৃষ্টি হয়। তাতেও হুজুরদের কিছু যায় আসে না। পালানোর জন্যে নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতেই হবে। পটিয়া মাদ্রাসায় চলছে এ ধরনের অমানবিক কার্যকলাপ। বর্তমানে সেখানে প্রায় ৩০ জন ছাত্র শিকল বেড়ি পায়ে বন্দী অবস্থায় রয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।